বাংলা বানান সংস্কার কাজ শুরু হোক

মনোজকুমার দ. গিরিশ

বাংলা বানান সংস্কারের ব্যাপারে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বহুদিন ধরে। সংস্কারের কিছু কিছু কাজ হয়েছেও। কিন্তু সেগুলি কোনও ব্যাপক বা বৈপ্লবিক সংস্কারের কাজ নয়। এসব মামুলি সংস্কার কাজ বাংলা ভাষার অগ্রগতি যতটুকু হয়েছে তা তেমন গণ্য নয়, বরং নানা প্রতিষ্ঠান নানা সময়ে যে সংস্কার - কাজ করেছেন তাতে নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে। একদল বলেন বানান এমনি করে লেখা হবে, তো অন্যদল বলেন -- না, ওরকম নয়, বানান এমনি করে লেখা হবে। এসকল অকারণ তাত্ত্বিক তর্কবিতর্ক বাদ দিয়ে বাংলা ভাষা ও বানানের সত্য -সংস্কার হোক।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক বাংলা বানান কেন সংস্কার করতে হবে, এবং না করলেই - বা অসুবিধা কী ? বেশ তো বাংলায় লেখাপড়া হচ্ছে, তা সংস্কার করা নিয়ে এত উদ্বেগ কেন ?

সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক ভাষা আছে, হাজার বললেও ভুল বলা হবে না। কোনও কোনও ভাষা মাত্র কয়েক শত মানুষ বলেন, আবার কোনও কোনও ভাষা বলেন কয়েক কোটি মানুষ। প্রজ্ঞাতর ভাষা বাংলা জনসংখ্যার দিক থেকেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে জনসংখ্যার বিচারে বাংলা ভাষার অবস্থান বি(ে চতুর্থ। তালিকাটি হল এমনি -- (১) চিনা - ৮৮-৫, (২) ইংরেজি - ৩২-২, (৩) স্প্যানিশ -- ২৬.৬, (৪) বাংলা ১৮-৯, (৫) হিন্দি --১৮.২, (৬) পোর্তুগিজ -- ১৭.০, (৭) (শ --১৭.০, (৮) জাপানি -- ১২. ৫, (৯) জার্মান -- ৯.৮ কোটি। এই তালিকা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির করা (১৯৯৯)। কত লোক বাংলা জানেন তা ধরে এ হিসেব নয়, তাহলে এ সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হবে। এ সংখ্যা হল মাতৃভাষা হিসেবে যাঁরা বাংলা বলেন তাঁদের সংখ্যা। খুবই ভারী সংখ্যা। সুতরাং বাংলাভাষার সংখ্যাগত গু(ত্বের দিকে ল(করলেও বাংলা বানান সংস্কারের ব্যাপারটা কতটা গু(ত্বপূর্ণ তা বোঝা যায়।

এখন অবধি যে - সকল প্রতিষ্ঠান বাংলা বানান সংশকার করেছেন, সে - সংস্কারের সবটাই হল মৃদু সংস্কার। অর্থাৎ একটু ধুলো ঝাড়া বা গা- মোছার মতো ব্যাপার। ডুব দিয়ে অবগাহন স্না করে পরিশুদ্ধ-- শুভ কাজ তড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হয়। ভাষা ও বানান সংস্কারের যত বেশি দেরি হবে ততোই তা বাংলাভাষার প(ে (তিকর হয়ে উঠবে। আসুন আমরা বাংলাভাষা সংস্কারে হাত দিই।

এর আগে যাঁরা বাংলা ভাষা সংস্কার করেছেন তাঁরা হলেন -- (১) বি(েভারতী বি(েবিদ্যালয় -- ১৯২৫, (২) কলকাতা বি(েবিদ্যালয় - ১৯৩৬ - ৭ (তৃতীয় সংস্করণ অবধি), (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৯৯১, (৪) বাংলা একাডেমী, ঢাকা - ১৯৯২, (৫) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি -- ১৯৯৭।

বাংলা বানান সংস্কারের উদ্যোগ শু(হয়েছে বহু বছর আগে। চৈতন্য সাহিত্য বাংলা ভাষায় যে কেবল জীবন - চরিত্র লেখার প্রবর্তন করল, তা-ই নয়, ভাষার ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলা বানানেও সর্বপ্রথম বিশুদ্ধতা র(ার চেষ্টা করতে লাগল। এর প্রধান কারণ এই যে, চৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩) চরিতকারের সকলেই সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সেজন্য বিশুদ্ধ সংস্কৃতশব্দের ব্যাপক ব্যবহার ও সেগুলির বানানের বিশুদ্ধতা র(ায় তাদের যত্ন ও চেষ্টা স্বাভাবিক। এভাবে ভারতচন্দ্র রায়ের (১৭১২ - ১৭৬০) আবির্ভাবের পূর্বেই সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ও সেগুলির বানানের বিশুদ্ধতা র(ার চেষ্টা বাংলা ভাষায় বিশেষভাবে বিস্তৃতিলাভ করেছিল। (বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমী(া -- মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, পৃ ৮৮, ঢাকা -- বাংলাদেশ)।

বাংলাভাষা যদি তার নিজস্ব স্বাভাবিক ধারাতেই চলত তবে বাংলা বানানে সমস্যা এত থাকত না, এবং তৈরিও হত না। সংস্কৃত - পণ্ডিতদের প্রভাবে বাংলা ভাষা যত প্রভাবিত হয়েছে বাংলা বানানে ততোই বেশি। জটিলতা তথা সমস্যা বেড়েছে। সংস্কৃত বর্ণমালা বাংলায় গৃহীত, কিন্তু সংস্কৃত সকল বর্ণ বাংলায় প্রচলিত নেই। যেমন -- ষ - এর উচ্চারণ বাংলায় একেবারেই নেই, কিন্তু র্ণটি বাংলা বর্ণমালায় রয়ে গেছে। তাই ষ-জনিত বানান ভুলের সমস্যা তৈরি হয়েছে। আবার শ ষ স এই তিনটি ধ্বনির মধ্যে তালব্য শ-এর ব্যবহার খুব বেশি, প্রায় একক, ষ-এর ব্যবহার নেই, এবং স -এর ব্যবহার আঙুলে গোনা কয়েকটি মাত্র শব্দে দেকা যায়। অথচ যুক্ত(ধ্বনির (ে(ত্রে স-এর উপস্থিতি বহুল এবং স্পষ্ট, সেখানে তালব্য শ-এর ব্যবহার সংকুচিত। কিন্তু বানান লেখার বেলায় এসব মোটেই বিবেচনার মধ্যে আনা হয় না, সংস্কৃতে শব্দটির যা বানান বাংলায়ও তা-ই লেকা হয়। বাংলায় খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ৪৪ শতাংশ, সংস্কৃত থেকে তৈরি বা দেশি শব্দ প্রায় ৫১.৫ শতাংশ এবং বিদেশি শব্দ প্রায় সাড়ে চার শতাংশ। সাফ, সাফাই, ফাস, প্যাস, সেস - এ রকম কয়েকটি বিদেশি শব্দ ছাড়া মুক্ত(বর্ণে বাংলায় বেশি, প্রায় ৫৪০০ শব্দ। (উল্লেখ্য বাংলায় শব্দ - সংখ্যা প্রায় দেড় ল() আবার এই শব্দ বাঞ্জরে মৌলিক বাংলা শব্দ -- যা অন্য কোন উৎসভাষা থেকে আসেনি তার সংখ্যা আঙুলে গোনা যায় !) । জজার ব্যাপার হল যুক্ত(বর্ণ বলে ''শ্রী'' অবধি ''স্রি'' হয়ে যায়। তেমনি -- আশ্রয় ঞ্চআস্রয়, বিশ্রাম ঞ্চবিস্রাম, পরিশ্রম ঞ্চপরিস্রম ইত্যাদি। আবার স্বর ঞ্চ(েবর / শশর, আস্বাদন ঞ্চবিস্ময় ঞ্চ বিশশয় ইত্যাদিতে দেখি উলটো স্রোত। শব্দের এই প্রবাহ থেকে এক - একটা ঝোঁক (গুজ্জপ্সত্তন্দ্ধ) খুঁজে বার করতে হবে যারা এক - একটা বিশেষ ধারা অনুসরণ করে।

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া বলেছেন -- অনেকের বি(াস   বাংলাভাষায় বানান সমস্যা বোধ হয় আধুনিক সৃষ্টি প্রাচীনকালে এমনটি ছিলনা, কিন্তু প্রকৃতপ(ে তা নয়। বর্তমানের তুলনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় এই সমস্যা সকল প্রকারেই জটিল ছিল।

বাংলাভাষার জন্ম মোটামুটি ভাবে হাজার খানের বছর আগে। বেশিরভাল লোকেরই ধারণা বাংলা ভাষা জন্ম সংস্কৃত ভাষা থেকে। তেমন প্রচারও আছে - তাই বাংলাকে সংস্কৃতের দুহিতা বলা হয়। কিন্তু ধারণাটি ঠিক নয়,প্রচারটিও বোধহয় খানিকটা উদ্দেশ্যমূলক। আড়াই হাজারর বছর আগে বুদ্ধদেবের আমলেই সংস্কৃতের পরবর্তী স্তর পালি - প্রাকৃতের যুগ শু(হয়েছে (পালি হল সাহিত্যের ভাষা, এবং প্রাকৃত হব কথ্যভাষা), মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাংলা ভাষার আদি পুথি উদ্ধার করেছেন নেপাল থেকে, এবং যা তিনি ''হাজার বছরের পুরাণবাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। ''চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'' এবং অন্য তিনখানি পুথি এই গ্রন্থে স্থান পায়। এই গানগুলিই চর্যাপদ । এর ভাষা বাংলা, তবে সূচনার বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত সেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃতভাষাকে বাংলা ভাষার জননী বলে মনে করতেন না। তিনি বলেছেন ''অনেকের সংস্কার বাংলা ভাষা সংস্কতের কন্যা।.... আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাংলা অতি...অতি... অতি... অতি... অতি... অতিবৃদ্ধ প্রতিতামহীবলি।'' পাণিনির সময়ে সংস্কৃত এবং তার আগের উপনিষদীয় সংস্কৃত তথা প্রত্ন - সংস্কৃত, এবং তারও আগের বৈদিক - ভাষা যার নাম ছিল ''ছন্দস্'' সেখান থেকে আলোচনার সূত্র ধরে আধুনিক বাংলা অবধি আলোচনা করে তিনি তাঁর মন্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন .. ''সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অনেক দূর।''

কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ওইতিকথা' গ্রন্থে বলেছেন ''অনেকে মনে করেন, সংস্কৃতই বাংলাভাষার জননী। কিন্তু তাঁদের এ অভিমত যে ভ্রান্ত, তাঅতি সহজেই প্রমান করা যেতে পারে। বাংলা ভাষা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাস্তরে রূপায়িত। এর পূর্বস্তরের ভাষা মদ্য বারতীয় আর্যভাষা। সংস্কৃতভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষারই এক শিষ্টরূপ অতএব সোজাসুজি এই ভাষা থেকেবাংলা ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়নি, একথা সহজেই বোঝা যায়। তাছাড়া প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচ্য রূপ থেকেই বাংলা ভাষা ক্র(মবিবর্তিত হয়েছে বলা চলে -- কিন্তু সংস্কৃত ঐ ভাষার শিষ্টরূপ নয় -- প্রধানত মধ্যাঞ্চলীয় প্রাচীনভারতীয় আর্য কথ্যভাষারই শিষ্টরূপ। আধুনিক বাংলা ভাষার গদ্য রচনার প্রথমদিকে সংস্কৃত ভস্দের প্রাচুর্য আছে,সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই কারণে সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী বলা চলে না। শব্দাবলীর উৎস হিসাবে ফরাসী ওইংরাজী ভাষারও নাম করা যায় কিন্তু সেই কারণে ঐ ভাষাগুলি জননী পদবাচ্য হতেপারে না।...মধ্যাঞ্চলীয় ভাষাহিসাবে হিন্দী ভাষাকে তবু সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বলা যায়, কিন্তু বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত বলা যায় না।''

ভাষাবিজ্ঞানে বলা হয় যে, প্রতি দশ মাইলে (প্রায় ১৬ কিলোমিটারে) ভাষার সামান্য সামান্য পার্থক্য ও পরিবর্তন ল(করা যায়। বর্তমানন পশ্চিম - পাকিস্তানের পাঞ্জাবের শলাতু র গ্রামে সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ী -র সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক সেই আদি যুগে (যখন যোগাযোগের কোন বাল ব্যবস্থাই ছিল না, তখন)

কতটা ছিল তা বিবেচনার বিষয়। অবস্য তিনি পাটলিপুত্র (পাটনা) নগরে শি(োলাভ করেন। পাণিরির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ অবশ্য ''প্রধানত মধ্যাঞ্চলীয় প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষারই শিষ্টরূপ'' ধারণকরা - ভাষা সংস্কৃতের উপর ভিত্তি করে রচিত। তবে বাংলাভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যে জ্ঞাতি - সম্পর্ক এ কতা সঠিক। অন্যদিকে ইংরেজ আমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগে বাংলাভাষার উপারে সংস্কৃতের আর এক দফা জোরালো প্রভাব পড়ে। ইংরেজদের বাংলা শেখাবার কাজে নিয়োজিত সংস্কৃত - পণ্ডিতদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় নতুন করে সংস্কৃত শব্দ ঢুকতে থাকে।

ঈ(েরচন্দ্র বিদ্যাসাগ (১৮২০ - ১৮৯১) মহাশয় ৩৬ বছর বয়সে যখন বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন(বঙ্গাব্দ ১২৬২, ইং ১৮৫৫, সংবৎ ১৯১২) তখন তিনি বাংলাভাষার সংস্কারও করেন। দেখি এ যুগে ১৯৮১- তে যখন পঃবঙ্গ সরকার প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বর্ণমালা থেকে অন্তঃস্থ-ব বর্জন করেন।

নানা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সত্ত্বেও বাংলা ভাষার সত্য - সংস্কার হয়নি। তা হয়েছে বড় জোর ধুলো ঝাড়া বা গা-মোছা। কিন্তু অবগাহন - স্না করে পরিশুদ্ধ হবার জোরালো প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ সরকারি ভাষা কমিটি (১৯৪৯), এবং প্রায় একই ধরনের প্রস্তাব দেন যাদবপুর বি(েবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জগন্নাথ চক্র(বর্তী ''দেশ'' সাহিত্যপত্রে এক নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে (১৯৭৮)। এ দুটিই ছিল বাংলাভাষার সত্যিকারের সংস্কার - প্রস্তাব। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি, বা তা কার্যকর করা যায়নি। সে - প্রস্তাবসমূহ কার্যকর করা গেলে বাংলা ভাষা এক বিরাট লাফ দিয়ে বহুদূরে এগিয়ে যেত। বাংলাভাষা সংস্কারের চেষ্টায় উদ্যোগ অনেকে নিয়েছেন এবং প্রস্তাবও অনেকে দিয়েছেন, এমনকি বিদেশিরা অবধি প্রস্তাব দিয়েছেন। বিদ্যাসাগররে আমলে বণ্যপরিয় প্রকাশের দশ বছর পরে জন মারডক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একপত্রে (২২-০২-১৮৬৫) বাংলাভাষা সংস্কারের এক প্রস্তাব দেন।

বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কার নিয়ে নানা পত্র - পত্রিকায় নানা সময়ে এরকম বহু প্রবন্ধ এবং বইও প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সংস্কার - কাজ বিশেষ এগোয়নি। এগোয়নি কারণ বাংলাভাষা সংস্কারের বহুমাত্রিক দিক আছে। সবগুলি দিক একত্রে বিবেচিত না হলে বৈপ্লবিকপরিবর্তন বা সংস্কার করা যাবে না।

প্রথমে আলোচনা করা যাক বাংলাভাষ ও বানান কেন সংস্কার করা দরকার। তারপরে দেখা যাক কতটুকু এবং কী - কী সংস্কার করতে হবে, এবং শেষে আলোচনা করতে হবে, কী ভাবে তা কার্যকর করতে হবে, কতদিন বসে সে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে, কারাই - বা কাজটি করবেন ?

ভাষা হল মানুষের আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অন্যান্য প্রাণীরও ভাষা আছে। কুকুর গ(ছাগল কাক হাঁস যে শব্দ করে তা-ই এদের ভাষা। আমরা বলি এসব এদের ডাক। মুখে যা বলা হয় সেটাই ভাষা। লিখিত রূপ হলভাষাকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার কৃত্রিম প্রচেষ্টা। লেখার সৃষ্টি হয়েছে ভাষা সৃষ্টির বহু বহু পরে। পৃথিবীতে -- এমনকিভারতেও বহু ভাষা আছে যা এখনও শ্রুতি - যা এখনও লিখিত - ভাষা হয়ে ওঠেনি। সংস্কৃত ভাষাও এক কালে শ্রুতি ছিল। বেদ মুখে প্রচলিত ছিল, তাই বেদের এক নাম শ্রুতি। মানুষ মুখে যেমন কথা বলে, লেকার কাজ হল তা ঠিক ঠিক তেমনি বাবে ধরে রাখা। বলার রূপ বা ধ্বনি এবং উচ্চারণ দ্রুত পালটে যায়, কিন্তু লেকার একটি স্থায়ীবিশেষ রূপ থাকায় লেকার রূপটি ধ্বনি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পালটানো কঠিন। তাই তা সবসময়েই উচ্চারিত রূপথেকে পিছিয়ে থাকে। ভাষার উচ্চারিত রূপকে লিখনের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে ধরতে না পারাই হল বানান সমস্যা।এ সমস্যা সকল লিখিত ভাষাতেই আছে।

আমাদের উদ্দেশ্য হবে, ভাষার উচ্চারিত রূপ এবং তার বর্তমান প্রচলিত লিখিত রূপ - এর মধ্যে সমাপতন ছত্রস্তুতুড়জ্ঞফ্নন্সন্ত্রন্ধনস্ফুঞ্জ ঘটানো। গানে - বাজনা এবং সুরে সময় লয় না থাকলে তা যেমন কে- সুরো বেখাপ্পা হয়, তেমনি ভাষায় - বলা এবং লেখার ছন্দ পতন ঘটে গিয়ে যাতে বেসুরো না হয়, সে জন্য সতর্ক এবং সজাগ দৃষ্টি রাখাই হল ভাষা - সংস্কারের কাজ। বলা সঙ্গে বাননের মিল না ঘটলেই লেখায় বে - সুর ফুটে ওঠে। আত্তিয় উচ্চারণ করে আত্মীয় লেখা মিথ্যাচার, তাতে আত্মীয়তা নষ্ট হয়। বলার এবং লেখার যত পার্থক্য ঘটবে মিথ্যাচার ততো বাড়বে। বাংলা বলা এবং বাংলা লেখা -র মধ্যে মিথ্যাচার দূর করাই হল বাংলাভাষা সংস্কারের উদ্দেশ্য। ধরি লেখা হল -- বিড়ালো মৎস্য আহার করে লাউ ভ(ণ করে না। কেউ যদি বলার সময়ে সেটা বলে -- মেকুরে মাছ খায়, কদু সাঁটায় না। তবে সেটা কেমন হবে ?!! লেখ্য রূপ এবং উচ্চারিত রূপে এতপার্থক্য কি মানা হবে ? আত্মীয়)ঞআত্মীয়) লিখে কি তা আত্তিয় পড়া হবে ? বলার উচ্চারণ এবং লেখার বানান যদি আলাদা হয় তবে ভাষা তো দুটো হয়ে গেল, তাতে সময় এবং শক্তি(র (য় ঘটে অকারণ !! বাংলাভাষাকে তার নিজস্ব প্রে(িতে সংস্কার না করলে একে বাঁচানো কঠিন।

কিন্তু কূট প্র(্ন তোলা হয় কোন্ বলা - কে লেখায় রূপ দিতে হবে, অর্থাৎ কোন্টা বাংলা প্রতিমা ভাষা - মান্য ভাষা? পুবে শিলচর (কাছাড়) থেকেপশ্চিমে পুরুলিয়া, দ(িণ - চব্বিশ পরগনা থেকে দার্জিলিং - এর কোন্ অঞ্চলের কোন্টা মান্য রূপ? এটা অবশ্য বিতর্ক করার জন্য প্র(্ন তোলা। রেডিও, টিভিতে যে বাংলা চলে, সংবাদপত্রে যে বাংলা চলে -- কলকাতা এবং তার আশেপাশের বাংলা, তা-ই হল প্রমিত বাংলা। লেকার সর্বত্র এই বাংলাকেই ধরতে হবে।

বাংলাভাষার কতটুকু সংস্কার করতে হবে? যতটুকু হলে উচ্চারণ এবং লিখলে সমাপতন ঘটে। তবে তা পুরো একশ ভাগ হবারও দরকার নেই, ৯৫ ভাগ হলেই চলবে। পাঁচ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে এই জন্য যে, পরিবর্তন সর্বদাই ঘটছে - এবং ঘটে চলেছে, সে পরিবর্তন একটা নির্দিষ্ট অবয়বে না - পৌঁছানো অবধি তা লিখিত রূপের মধ্যেধরার দরকার নেই। যেমন - জীবন, দরদ শব্দ দুটি জীবোন, দরোদ করে লেখা এবং বলা যায়, কিন্তু তা প্রকৃতপ(েএকশ ভাগ জীনোন, দরোদ নয়। কারণ এই পরিবর্তন অস্ফুট - ভবিষ্যতে তা জীবনোন, দরোদ হতেও পারে, বা নাও পারে। তবু কেউ যদি তেমন বলেন বা লেখেন তবে সেটা মেনে নিতে হবে। অ এবং ও - এর মধ্যবর্তী অর্ধ - ধ্বনির উচ্চারণ অনিশ্চিত এবং বক্ত(াও অসচেতন, তাছাড়া এই উচ্চারণের লিপিও নেই। বাংলায় অর্ধ - ও ধ্বনির উচ্চারণ হব সব চবচেয়ে কঠিন সমস্যা। এটি ঘটছে স্বর সংগতি (তথা নতুন নামে স্বরধ্বনির উচ্চতাসাম্য) সূত্র মেনে। এ(েত্রে ছাড়া না দিলে, বাংলা লেখা এবং বলা -ই যাবে না প্রায়। আবহাওয়ার আগাম আভাসের মতো অনিশ্চিত এই ধ্বনিটি, বক্ত(া যদৃচ্ছ 'ও' - হিসেবে কিংবা 'অ' - হিসেবে বলতেপারেন। এর সম্ভাবনা ৫০   ৫০, তবে গ্রামের ঝোঁক অ-এর দিকে, আর শহরের লোকের ঝোঁক গোলগাপ্পা ও - এর দিকে !!

বাংলাভাষা ও বানানে কী - কী সংস্কার করতে হবে তার একটি তালিকা করা যাক। তবে, এসব সংস্কারের সবগুলি একত্রে, এবং একবারে প্রয়োগ করলে চলবে না। খুব ধীরে, জীবনের তাল ও লয়ের সঙ্গে মিলিয়ে প্রয়োগ করতে হবে স্বাভাবিক অভ্যাসের সঙ্গে এটি আত্মস্থ হলে, সাবধানে পরিবর্তী ধাবে যেতে হবে। দেখতে হবে যে অকারণ বিরোধিতার পথ প্রশস্ত কর না হয়। আমাদের উদ্দেশ্য তো বাংলা ভাষা ও বানানকে সংস্কার করে তাকে-- সুসংহত উন্নত ঋজু আধুনিক এবং গতিশীল ও সহজে ব্যবহার্য করে তোলা - তা লেখায়, পড়ায়, ছাপায় - সর্বত্র।

এজন্য বাংলা ভাষা সংস্কারের বিষয়গুলি হবে -- (১) বানান (২) আঙ্গিক (৩) অবয়ব।

বানানের মধ্যে থাকবে -- (ঃ.১) বর্ণমালা সংস্কর - গ্রহণ, বর্জন (১.২) লিপি - নির্মাণ।

আঙ্গিকের মধ্যে ধাকবে - (২.১) বণমালার সজ্জা, (২.২) লিখন পদ্ধতি।

অবয়বের মধ্যে থাকবে - (৩.১) লিপির গঠন, (৩.২) যুক্ত(বর্ণ সংগঠন।

অর্থাৎ, বাংলাভাষা সংস্কারের কাজ বহুস্তরীয়, এবং বহুমাত্রিক ও বিচিত্র। এগুলি নিয়ে সং(েপে আলোচনা কর যাক---

১। বানান সংস্কার

(১.১) বর্ণমালা সংস্কার - বাংলায় আছে স্বরবর্ণ - ১১, এবং ব্যঞ্জনবর্ণ - ৪০ এই মোট ৫১ টি বর্ণ। যদিও এর সবগুলির ধ্বনি বাংলায় নেই। যেগুলির ধ্বনি বাংলায় নেই সেগুলি বর্জিত হবে, কোনও কোনওটির ব্যবহার সীমিত হবে এবং একটি বর্ণ নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। উল্লেখ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ প্রকাশের সময় যে গ্রন্থের ভূমিকায় জ্ঞাপন করেন যে, বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অ(রে পরিগণিত ছিল।

(১.১.১) স্বরবর্ণ - স্বরবর্ণের মোট ১১ টি বর্ণের ছয়টি হল মৌলিক স্বরধ্বনি। আবার বাংলায় একটি মৌলিকস্বরধ্বনি আছে যার বর্ণ নেই। মৌলিকস্বরধ্বনিগুলি

হল - অ আ ই উ এ ও। বাকিপাঁচটি অর্থাৎ - ঈ ঊ ঋ ঐ ঔ মৌলিক স্বরধ্বনি নয়। এরা বাতিল হবে। বাংলায় নাকি - ঐ ঔ, ইত্যাদির মতো সন্ধিস্বর (দ্বি - স্বর, ত্রি - স্বর ইত্যাদি ডন্দ্দড়্দড়্স্গন্ধ. বক্তনন্দ্দড়্দপ্সন্ধ, বন্দ্বন্দ্দড়্দপ্সন্ধ, ত্নন্দ্দন্দ্দড়্দড়্স্গন্ধ) আছে প্রায় ৩৫টি। অথচ ঐ ঔ ছাড়া অন্য কোনোটির লিপি নেই। যদিও সেগুলির উচ্চারণ আছে এবং সন্ধিস্বর করে লেখাও যায়, যেমন - (৩) এইও ঞ হেঁইও, (৪টি) আওআয় ঞ খাওয়ায়, (৫টি) আওআইঅ ঞ খাওয়াইয়া। তাইবণমালায় পৃথক বর্ণ হিসেবে ঐ ঔ রাখা বাহুল্য। ই/ ঈ, উ / ঊ ধ্বনিগুলির মধ্যে - এদের একটির ধ্বনি আছে, অন্যটির কেবলমাত্র লিপিরূপই আছে ধ্বনি নেই, তাই অপ্রয়োজনীয় লিপিরূপ ঈ, ঊ বাদ যাবে।

ই-কার চিহ্((ঞি) হরফের আগে বসে, এবং ঈ - কার (ঞী) হরফের পরে বসে, যেমন - কি, কী। এভাবে ঈ - কার (ী) অপে(া ই-কার (ি) হাতে করে লেখায়, টাইপ- রাইটারে টাইপ করার এবং ডিটিপি -র কি- বোর্ডের সাহায্যে কম্পোজ করায় ব্যবহারিক সুবিদা অপে(াকৃত কম, তাই ই ঞ কী চিহ্(গ্রহন করা হবে। লেকা হবে - কী, দীদী, নীতী, বীবী, ভীতী, জমী।

বাংলায় ঋ কোনো মৌলিক স্বরধ্বনি নয়, এবং বাংলা ভাষার জন্মের কাল থেকেই এটি ‘রি’ হিসেবে উচ্চারিত, তাই অসার্থক এবং অপ্রয়োজনীয় বর্ণ ঋ বাতিল।

(১.১.১.২) ব্যঞ্জন বর্ণ - বাংলায় প্রচলিত ব্যঞ্জন বর্ণ ৪০ টি। এর মধ্যে এ(ন য অন্তঃস্থ-ব ষ - এই পাঁচটি বর্ণ বিকল্প। এগুলি বর্জিত হবে, তখন বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা হবে - ৩৫। স্বরবর্ণের মতো এখানে নতুন কোন ব্যঞ্জনবণ নির্মাণ ও গ্রহণের প্রস্তাব আপাতত নেই। তাই সংস্কারের পরে বাংলা বর্মমালায় মোট বর্ণ দাঁড়াবে - ৭ ৷ ৩৫ ঞ ৪২টি।

(১.১.১.৩) অ/য় ঙ/ং ত/ৎ শ/স - এই বর্ণগুলি আপাত বিকল্প। তবে এদের ব্যবহার হবে খুব নিয়ন্ত্রিত এবং সীমিত। তাই তা বিকল্পের সমস্যা তৈরি করবে না।

অ / য় -- এখানে উচ্চারণে এদের মধ্যে মিল থাকলেও একটিজর পরিবর্তে অন্যটি বসবে না। শব্দ - মধ্যে মুক্ত(অ বসবে না, আর য় বর্ণটি শব্দের শু(তে বসবে না। এ্যাণ্ড ঞ য়্যাণ্ড হবে না। ইউনিয়ন ঞ য়ুনিয়ন হবে না। আবার ড্রইং ঞ ডুয়িং হবে না। য় (ঞঅ) ধ্বনি কার্যত নিরপে((ত্বন্দ্বত্তব্দস্ক্রপ্ত) ধ্বনি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাই এর প্রকৃতি বিচিত্র। সেজন্য য়- এর ব্যবহারে সংঘত হতে হবে। প্রসঙ্গটিপৃথক ভাবে আলোচনার - যোগ্য বিষয়।

ঙ / ং - স্বরাশ্রিত হলে ঙ হবে, অন্যত্র ং (নুস্বার) হবে। অনুস্বার ব্যবহার অনেক বেশি সপ্রতিভ (স্মার্ট)।

শংখ, সংবাদ, বাংলা, সিংহ। বাঙালি, আঙিনা, আঙুল, ফিঙে, ভাঙো।

কিন্তু ভাঙর, হাঙর হবে (ভাংর, হাংর নয়), এখানে ঙ স্বরাশ্রিতা (ভাঙ-র, হাঙ-র)। শার্ঙ্গদেব ঞ-------- কেবল এই একটিমাত্র (েত্রে ছোট - ঙ (ঞ ব্যঞ্জন - চিহ্() ব্যবহৃত হবে। অন্য আর কোথাও ছোট-ঙ (ব্যঞ্জন - চিহ্(হিসাবে ব্যবহৃত হবে না।

ত / ৎ -- হলন্ত উচ্চারণ হলে ঙ (খণ্ড ত্) হবে, নচেৎ ত হবে।

মৎ, সৎ। পাৎ, ভাৎ, রাৎ, সাৎ, হাৎ। কত, নত, মত, যত, আহত, নিয়ত, অবগত।

মৎ এবং মত শব্দ দুটির পার্থক্য আরও স্পষ্ট করতে মত ঞ মতো লেখা হবে। (যেমন - সংখ্যা ৩৩ থেকেপার্থক্য বোঝাতে ততো লেখা ভালো।)

শ / স - উচ্চারণ অনুসারে শ এবং স হবে। যুক্ত(বর্ণে স - এর অনেক ব্যবহার আছে। কিন্তু মুক্ত(বর্ণে স - এর ব্যবহার খুবই সীমিত। ইসলাম, বাস, ব্যাস্, সাফ, সাফাই, সুফি, সেলাম সেস ইত্যাদি মাত্রই কয়েকটি শব্দে মুক্ত(‘স ব্যবহৃত হয়। অথচ বাংলা বানানে মুক্ত(স দিয়ে শু(শব্দের সংখ্যা প্রায় ৫৪০০টি।

না / ঁ -- এই দুটি কম্ৎপরিমাণে বিকল্পমুখী হবেও ব্যবহারিক সমস্যা নেই।

হ / ঃ -- এই দুটিও আংশিক বিকল্প। আঃ, ওঃ, নাঃ, বাঃ, যাঃ ইত্যাদি (েত্রে আহ্, ওহ্, ওহ্, নাহ্, যাহ্ হবে না। যদিও এমনি বানানে লিখলেও বানান ভুল হবে না।

ৎ ং ঃ ঁ - এই চারটি বর্ণই বিকল্প বর্ণ। এর মধ্যে ং ঁ এই দুটি আশ্রয়স্থানভাগী বিকল্প বণ্য। এই চারটি বিকল্পের কোনটিই শব্দের শু(তে বসবে না।

ৎসা((ছুরির হাতল) শংস্কৃত শব্দ, এবং প্রয়াত বোঝাতে, যেমন --ঁ বিনয়চন্দ্র হল ব্যতিত্র(মী ব্যবহার। অবশ্য কিছু কিছু (শ শব্দ বাংলায় লেখার জন্য ৎ দিয়ে শু(হতে দেখা যায়।

(১.২) লিপি নির্মাণ - বাংলায় ক্যাট, ব্যাট বলার যে বত্র(আ- ধ্বনি, বা এ্যা - ধ্বনি গত দেড়শ বছর ধরে তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু লিপি নেই। যদিও এর প্রস্তাবিত লিপি এবং প্রস্তাবিত স্বরচিহ্((বা ‘কার’-চিহ্() সব মিলিয়েমোট প্রায় ১৭টি রূপ পাওয়া যায়। এটির একটি সুষ্ঠু লিপিরূপ ও স্বরচিহ্(থাকা দরকার। পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের দেওয়া লিপিরূপটিই সবচেয়ে ভালো, তাই এটি লেখা হবে - এ্যা। অর্থাৎ - এ্যাক(১), এ্যাকটা,এ্যাগারো ১১, এ্যাকা, এ্যাখন, এ্যামন, এ্যাদ্দিন, ইত্যাদি।

এ্যা-বর্ণের স্বরচিহ্(হবে -- এ কার (') চিহ্(উল্টে দিয়ে (ঞ'ঞ') তার সঙ্গে আ-কার জুড়ে। এখন যেমন ্যাগ, ব্যাট লেকা হয়, এ্যা-এর স্বর - চিহে(র রূপ অনেকটা তেমনই দেখতে হবে। কেন এমন হবে -- তার কারণ, সকল স্বরচিহ্(হরফের পরে বা ডাইনে লেকা হবে ব্যবহারিক সুবিধার জন্য (আরও কারণের আলোচনা পরের অনুচ্ছেদে করা হয়েছে, দ্রষ্টব্য অনুচ্ছেদ ২.২ - লিখন পদ্ধতি)। তাই দেশ হবে --দ'শ, বেশ ঞ ব'শ, রেশ ব'শ।

এবং দেখা (দ্যাখা) ঞ দ'াখা, খেলা (খ্যালা) ঞ খ্যালা, ব্যাট ঞ ব্যাট, ব্যাস্ ঞ ব্যাস্।

বাংলায় তাই মোট মৌলিক স্বরবর্ণ দাঁড়াল -- ৭টি। প্রচলিত ছয়টি এবং নতুন একটি, এই মোট ৭টি।

স্বরবর্ণ (৭টি)-- অ আ ই উ এ এ্যা ও

স্বরবর্ণ চিহ্('' া ী ু , ্যা ৗ

স্বরবর্ণ চিহ্(যোগ ক'' কা কী কু ক, ক্যা কৗ

প্রচলিত -- ক কা কি কু কে ক্যা কো

(২) আঙ্গিক সংস্কার

(২.১) বর্ণমালার সজ্জা--

(২.১.১) - বাংলা মৌলিক সাতটি স্বরবর্ণ এখন যে - ত্র(ম অনুসারে পড়া হয়, তেমনিভাবে তা পড়া হবে না। স্বরবর্ণের সজ্জা হবে উচ্চারণ - স্থানের ত্র(ম অনুসরণ করে। উচ্চারণ - স্থানের ত্র(ম অনুসরণ করে । উচ্চারণ - স্থানের ত্র(ম অনুসরণ করে এই সাতটি স্বরবর্ণের নতুন সজ্জা হবে ঃ-- উ ও অ আ এ্যা এ ই

‘উ’ হল - উচ্চ পশ্চাৎ সংবৃত বর্তুল (প্রলম্বিত) স্বরধ্বনি। ল(করার বিষয় যে মুখ বন্ধ রেখেও প্রায় বিনা আয়াসে একটি উচ্চারণ করা যায়, এবং এটি কণ্ঠ্য স্বরধ্বনি, তাই এটি প্রথম বা শু(র স্বরধ্বনি, এবং ই হল শেষ বা সপ্তম (তালব্য) স্বরধ্বনি। স্বরধ্বনির সজ্জা শু(হবে কণ্ঠ থেকে, এবং শেষ হবে ওষ্ঠে এসে। একটি জটিল চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে স্বরধ্বনিগুলির অবস্থান ও উচ্চারণ - স্থান নির্দেশ করা যায়।

বাংলা স্বরধ্বনি

জিভ - গতি সম্মুখ কেন্দ্রীয় পশ্চাৎ

উচ্চ ই উ সংবৃত

মধ্যোচ্চ এ ও অর্ধ - সংবৃত

মধ্য - নিম্ন এা অ অর্ধ - বিবৃত
নিম্ন অ বিবৃত
প্রসৃত বিবৃত বর্তুল ঠোঁট- ভঙ্গী
(প্রলম্বিত)

ঊর্ধ্ব গ
উ ও অ আ এা এ ই ই উ
নিম্নগ এ ও
পশ্চাৎ সম্মুখ এা অ
আ
ইঅ ঞ্ ইও জ্র ইঅ

(২.১.২) ব্যঞ্জনবর্ণের সজ্জা -- ব্যঞ্জনবর্ণ এখন যে - ত্র(মে সাজানো থাকে তা উচ্চারণ - স্থানের ত্র(ম অনুসরণ করে নতুন করে সাজনো হবে। বর্তমানের প্রচলিত ত্র(ম অনিশ্চিত। ভাষাতত্ত্ব আলোচনার গ্রন্থগুলি থেকে তা স্পষ্ট হয়। মুখস্থ করা হয় বলে বর্ণগুলি পরপর বলা সম্ভব। নতুন ত্র(ম হবে উচ্চারণ - স্থানের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে। কণ্ঠনালীর -- হ, কোমলতালব্য -- ক খ গ ঘ ঙ, তালব্য - য়, দন্তমূলীয় - মুর্ধন্য ও অগ্রতালব্য - ট ঠ ড ঢ ড় ঢ়, সম্মুখ জিহ্বাজাত তালুদন্তমূলীয় - চ ছ জ ঝ শ, দন্দমুলীয় - ন র ল স, দন্ত্য - ত থ দ ধ, ওষ্ঠ্য - প ফ ব ভ ম। এবং এরপরে অবশিষ্ট বিকল্প বর্ণসমুহ - ঃ ং ঁ ৎ - শেষোক্ত(এই চারটি বিকল্প বর্ণের নির্দেশিত অবস্থান হবেএমনিই।
এই রীতি মেনে উচ্চারণ - স্থানের ধারাবাহিকতা অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের নতুন সজ্জা হবে ঃ --

হ
ক খ গ ঘ ঙ
য়
ট ঠ ড ঢ ড় ঢ়
চ ছ জ ঝ শ
ন র ল স
ত থ দ ধ
প ফ ব ভ ম -- ৩১
ঃ
ং
ঁ

ৎ - ৩৫

শেষের এই চারটি বর্ণ স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ বর্ণ নয়। এর মধ্যে
হলন্ত বিকল্প বর্ণ ২টি ঞঃ ৎ
আশ্রয়স্থানভাগী (বিকল্প বর্ণ) ২টি ঞ ৎ
এই চারটি বিকল্প বর্ণ যে - মূল বর্ণসমূহের অনুগত তা নিচে দেখানো হল। বর্ণমালায় এদের সজ্জা হবে প্রদর্শিত এমনি ত্র(ম অনুসরণ করেই।

অনুগ - পরিবর্ত
.....
হ ঃ --- হলন্ত বিকল্প বর্ণ
ঙ ং --- আশ্রয়স্থানভাগী হলন্ত বিকল্প বর্ণ